যুগান্তর

তারিখ ... 01 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...২...

সীতাকুণ্ড কুমিরা আবাসিক গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ

সৃজনশীল পড়ানো হয় সনাতন পদ্ধতিতে

এসএম ফোরকান আবু, সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

মাধ্যমিক পর্যায়ে পাবলিক পরীক্ষাসহ স্কুলের সব পরীক্ষার ক্ষেত্রেই প্রশ্ন হয় সৃজনশীল পদ্ধতিতে। কিন্তু শ্রেণীকক্ষে এখনও পড়ানো হয় সনাতন পদ্ধতিতে। তাই পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল করতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। অন্যদিকে সন্তানদের ভালো ফলের আশায় অভিভাবকরা গৃহশিক্ষকের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছেন। এ চিত্র চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের কুমিরা আবাসিক বালিকা স্কুল অ্যান্ড কলেজের। প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থী, ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মুখস্থ বিদ্যা ও গাইডবইয়ের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্যই সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হলেও শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে এখনও সনাতন পদ্ধতিতেই পাঠদান করান। মাঝেমধ্যে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদান করলেও তা নোট-গাইড অনুসরণ করা হয়। কোনো শিক্ষকই নিজে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন

পদ্ধতিতে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

সৃজনশীলের ভালো-মন্দ

পদ্ধতিতে : পড়ানো হয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করেন না। ফলে সন্তানদের ভালো ফল নিয়ে শংকার মধ্যে রয়েছেন অভিভাবকরা। তারা বুঝে উঠতে পারছেন না কি করলে সন্তানের ফলো ভাল হবে। প্রতিষ্ঠানটির স্কুল শাখার ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থী ১ হাজার ৬৯ জন। এর বিপরীতে শিক্ষক রয়েছেন ১৭ জন। যার মধ্যে এমপিওভুক্ত ১১ জন। শিক্ষার্থী অনুপাতে আরও অন্তত তিনজন শিক্ষক প্রয়োজন। ১৭ জন শিক্ষকের মধ্যে সৃজনশীলের ওপর মাস্টার ট্রেনার একজনও নেই। সৃজনশীলে তিন দিনের ট্রেনিং নিয়েছেন নয়জন। কিন্তু এটিকে একেবারেই অপ্রতুল বলে মনে করেন অধ্যক্ষ মো. নাছির উদ্দীন।

অধ্যক্ষ নাছির উদ্দিন

তিনি বলেন, এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের আরও চিন্তাশীল করবে। তবে তা শ্রেণীকক্ষে বাস্তবায়ন করতে শিক্ষকদের প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ। তাহলেই শুধু এ পদ্ধতির উদ্দেশ্য সফল হবে। তিন দিনের প্রশিক্ষণে খুবই ভাসাভাসা শিখে আসছেন শিক্ষকরা। আর অস্পষ্ট ধারণার কারণে শ্রেণীতে এ পদ্ধতিও অনুশীলন করেন না তারা। অধ্যক্ষ আরও বলেন, বর্তমানে প্রায় সব বিদ্যালয়ে শিক্ষক সমিতির তৈরি করা প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়। সমিতিও গাইডবই অনুসরণ করে প্রশ্ন তৈরি করে। ফলে শিক্ষার্থীরা এ পদ্ধতিতে এক রকম অসহায়। প্রতিটি বিদ্যালয়কে বাধ্য করতে হবে যাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক নিজেই সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করেন। এতে এ পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকের ভীতি যেমন দূর হবে, তেমনি শিক্ষক আরও দক্ষতার সঙ্গে শ্রেণীতে পাঠদানে আগ্রহী হবেন।

পর্যায়ক্রমে সব ধরনের গাইডবই বন্ধ করার পক্ষে অধ্যক্ষ নাছির উদ্দীন। অনুশীলন ও ভালো ধারণার জন্য পাঠ্যবইয়ে অধ্যায়ভিত্তিক আরও বেশি সৃজনশীল প্রশ্ন ও সেই সঙ্গে নমুনা উত্তর যোগ করতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

নিজে সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করেন না স্বীকার করে বিনিয়র শিক্ষক মোরশেদা বেগম বলেন, এখানে কিছুটা প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সাময়িক পরীক্ষাগুলোর প্রশ্ন আনা হয় শিক্ষক সমিতি থেকে। সমিতি বিভিন্ন গাইডবইয়ের প্রশ্ন ছবহু তুলে দেয়। ফলে শিক্ষার্থীরা গাইডের ওপর ঝুঁকে পড়ে। যার কারণে সৃজনশীলের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। তার পরামর্শ, শিক্ষকদের আগে নিজেদের মধ্যে এ পদ্ধতি অনুশীলন করতে হবে, শিক্ষকদেরই সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করতে হবে। এ ছাড়া ট্রেনিংয়ের কোনো বিকল্প নেই। প্রত্যেক শিক্ষককে কমপক্ষে ১৫ দিনের ট্রেনিং দিলেই শুধু পদ্ধতিটি মোটামুটি আয়ত্ত বা রপ্ত করতে পারবে। এ ছাড়া পরপর টানা ক্লাস থাকায় পাঠদানে তারা দুর্বল হয়ে পড়েন বলে জানান তিনি।

সৃজনশীলে অন্য বিষয়গুলো বুঝলেও গণিতে একদমই বুঝতে পারে না বলে জানায় দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী নাহিদা আক্তার। দশম শ্রেণীর আরেক শিক্ষার্থী তানিয়া আক্তার জানায়, শিক্ষকরা যে গাইডবই থেকে পড়ান সেই গাইডবই কিনে নেয় তারা। শিক্ষকরা পাঠ্যবইয়ের একটি অধ্যায় শেষে ওই অধ্যায়ের সৃজনশীলের বাইরে কোনো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা না করে পরের অধ্যায় পড়ান বলে জানায় ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী হুমায়রা হাসান মাইশা।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হারুনুর রশিদ জানান, যথাযথ প্রয়োগের জন্য পর্যাপ্ত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করলেই শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে ভালো ফল পাওয়া যাবে।